BHARATI INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH & DEVELOPMENT (BIJMRD)

(Open Access Peer-Reviewed International Journal)

DOI Link : https://doi.org/10.70798/Bijmrd/03040031

Available Online: www.bijmrd.com|BIJMRD Volume: 3| Issue: 04| April 2025| e-ISSN: 2584-1890

জাতীয় শিক্ষানীতি - ২০২০ এর আলোকে প্রাথমিক শিক্ষা

Surya Kanta Sain

Student, Email ID - suriyasain@gmail.com

Abstract:

বর্তমান যুগে শিক্ষার উদ্দেশ্য শুধুমাত্র একাডেমিক জ্ঞানার্জনে সীমাবদ্ধ নয়; বরং মানুষের মধ্যে নৈতিকতা, মানবিকতা, সামাজিক দায়িত্ববোধ ও জীবনদক্ষতা গড়ে তোলাই এর মূল লক্ষ্য। এই প্রেক্ষাপটে জাতীয় শিক্ষা নীতি (NEP) ২০২০ মূল্যভিত্তিক ও জীবনদক্ষতা শিক্ষাকে শিক্ষার অন্যতম মূল স্তম্ভ হিসেবে ঘোষণা করেছে। নীতিমালা অনুযায়ী প্রাথমিক শিক্ষা হলো শিশুর জীবনবোধ, মূল্যবোধ ও ব্যক্তিত্ব গঠনের ভিত্তি। তাই পশ্চিমবঙ্গসহ সমগ্র দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে এখন শিক্ষাকে এমনভাবে সাজানো হচ্ছে, যাতে শিশু শুধু পাঠ্যজ্ঞান নয়, বরং বাস্তব জীবনের সমস্যার সমাধান, সিদ্ধান্ত গ্রহণ, দলগত কাজ, সহমর্মিতা ও সৃজনশীল চিন্তার মতো দক্ষতা অর্জন করতে পারে।

মূল্যভিত্তিক ও জীবনদক্ষতা শিক্ষা শিক্ষার্থীদের আত্মনিয়ন্ত্রণ, সহানুভূতি, সততা, সহযোগিতা, পরিবেশ সচেতনতা ও নৈতিকতার চর্চায় উদ্বুদ্ধ করে। NEP 2020 এ শিক্ষাকে "সমগ্র ব্যক্তিত্ব বিকাশের মাধ্যম" হিসেবে উল্লেখ করেছে, যেখানে "৫+৩+৩+৪" কাঠামোর প্রথম ধাপে (Foundational Stage) শিশুদের সামাজিক ও আবেগিক বিকাশে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এই নীতির আলোকে পশ্চিমবঙ্গ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোতে গল্প, নাটক, খেলা, আর্ট ইন্টিগ্রেটেড লার্নিং ও কার্যভিত্তিক শিক্ষার মাধ্যমে মূল্যবোধ ও জীবনদক্ষতা শিক্ষা বাস্তবায়ন করছে। ফলে শিক্ষার্থীরা কেবল পরীক্ষামুখী নয়, বরং মানবিক ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে বেড়ে উঠছে। মূল্যভিত্তিক ও জীবনদক্ষতা শিক্ষা এখন পশ্চিমবঙ্গের প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নের অন্যতম প্রধান দিক হয়ে উঠেছে, যা NEP 2020-এর "Holistic and Value-Based Education" দর্শনকে বাস্তবে রূপ দিচ্ছে।

Key Words: *জাতীয় শিক্ষানীতি 2020, শিক্ষক, মূল্যবোধ, জ্ঞান, দক্ষতা, চিন্তন ক্ষমতা, শিক্ষণ কৌশল।*

➢ ভূমিকা ঃ

শিক্ষা একটি গতিশীল ও জীবনব্যাপি পক্রিয়া। এই শিক্ষার প্রধান বৈশিষ্ট্য হল - শিশুর জীবন পরিক্রমা। এই পরিক্রমা থেকেই গড়ে ওঠে জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার দক্ষত। আধুনিক শিক্ষা ব্যাবস্থা শিশু শিক্ষার্থীর নিজস্ব সত্বা কে ঝিনুকের ভিতর মুক্ত খোঁজার ন্যায় খুঁজতে সাহায্য করে তার আগ্রহ্য রুচি, দক্ষতা, ক্ষমতা ইচ্ছা ও সুপ্ত প্রতিভাকে এবং এর পরিবর্তে মাধ্যমে শিশু বহুমুখি পরিবেশ অভিযোজনের ক্ষমতা লাভ করে, পরিপূর্ণ হয় তার বিকাশ।

বর্তমান বিশ্ব এক অসম প্রতিযোগিতায় দ্রুত পরিবর্তন হয়ে চলেছে। সামাজিক বিশৃঙ্খলা, পারিবারিক সংকোচন, প্রযুক্তির অতি ব্যবহার ও সাংস্কৃতিক অবক্ষয়ের যুগে একটি সুশৃঙ্খল, মানবিক, আদর্শ ও নৈতিক সমাজ গঠনের জন্য প্রয়োজন এমন এক শিক্ষা, যা শিক্ষার্থীদের মননে, সহানুভূতিশীল, দায়িত্বশীল ও বাস্তব জীবনের এক আদর্শ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলবে। তাই প্রথমিক স্তরে প্রয়োজন থেকেই এসেছে ''মূল্যভিত্তিক শিক্ষা'' ও জীবনদক্ষতা শিক্ষার ধারণা।

প্রাথমিক শিক্ষা হল সিক্ত ক্ষেতে বীজ বপনের উপযুক্ত সময় এই সময় পরিচর্যা ও যত্ন নিলে আগামীতে তা সোনার ফসলে পরিনত হবে।

তাই প্রথমিক স্তরে এই শিক্ষার গুরত্ব অপরিসীম।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ এই প্রথমিক পর্যায়েই মূল্যবোধ ভিত্তিক ও জীবনদক্ষতার শিক্ষাকে গুরুত্ব দিয়েছে।

- **মূল্যভিত্তিক শিক্ষার ধারনা ঃ**

জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখাগুলি দর্শনশাস্ত্র থেকে উত্তপর্ত্তি লাভ করেছে। আধুনিক শিক্ষায় দর্শনিক, সামাজিক মানসিক ও নৈতিক গুনাবলী খুবই গুরুত্ব পূর্ণ। কুইন্টিলিয়ান, ইরাসমান, কোনয়াস প্রমুখ দর্শনিক তথা শিক্ষা চিন্তাবিদের ধারনায় স্বতঃপবিত্র, অবাধস্বাধীনতার ভিতর দিয়েই তার ব্যক্তিসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধন সম্ভব। এই ধরনের শিক্ষা পদ্ধতি হল মূল্য ভিত্তিক শিক্ষা (Valu - based Education) সার মূল লক্ষ হলো শিক্ষার্থীর মধ্যে মানবিকতা, নৈতিকতা, সহমর্মিতা দেশপ্রেম, সততা, দায়িত্ববোধ, সহনশীলতা, পরোপকারিতা ও সত্যনিষ্ঠা ইত্যাদি মানবিক গুনাবলী গড়ে তোলা। এটি কেবল বইয়ের জ্ঞান নয় বরং জীবন যাপনের পথনির্দেশ। এটি এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থা যেকানে শিক্ষার অর্থ মানে শুধু একাডেমিক সাফল্য বা ডাক্তার, ইঞ্জনিয়ার, উকিল, নার্স ব্যবসায়ী তৈরী করা নয়, বরং মানবিকগুন সম্পন্ন মানুষ তৈরী করা। এই শিক্ষায় কেবল পুঁথির কচকচানি ও চারদেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ থেকে জেলখানার জীবনকাটাতে বলেনা। মূল্যবোধের শিক্ষায় উৎপাদনশীল চিন্তন, মিথোস্ক্রয়া মুলক বিশ্লেষন, শিক্ষার্থীর জৈবিক আবেগ গুলোকে বাস্তবায়ন মাধ্যমে প্রেরনার উন্মেষ ঘটায় ও তার সক্রিয়তাকে উদ্বীপিত করে।

মূল্যভিত্তিক শিক্ষা মানুষকে শেখায় কীভাবে ভালো মানুষ হওয়া যায়, কীভাবে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা যায়, কীভাবে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে হয় এবং কীভাবে নৈতিক জীবন যাপন করা যায়।

NEP 2020 তে 2040 সালের মধ্যে জাতি-ধর্ম, র্বন, ধনী-দ্ররিদ্র, নারী-পুরুষ নির্বিশেষ সকল শিশুকে উচ্চগুনমান সম্পন্ন নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থায় আনা এবং ভারতকে জ্ঞানের বৃহত্তম ভান্ডার হিসাবে গড়ে তোলা।

- **জীবনদক্ষতার শিক্ষার ধারনা ঃ**

জীবন দক্ষতা শিক্ষা (Life Skill Education) হলো এমন একটি শিক্ষা যা, একজন মানুষকে জীবনের প্রতিদিনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার সক্ষমতা দেয়। ইউনিসেফ ও বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার ((WHO) এরমতে, জীবনদক্ষতা শিক্ষা মানে হলো এমন এক মানসিক, সামাজিক ও আন্তঃব্যক্তিক দক্ষতা অর্জন করা যা একজন মানুষ কে নানা সমস্যা সংযুক্তি গতভাবে সমাধানে সাহায্য করে।

ভাবনা (কগনিশন), অনুভুতি (ইমোশন) এবং আচরণ (বিহেভিয়র) এই তিনটি পরস্পরের সঙ্গে সম্পৃক্ত। এদের মধ্যকার যোগসূত্র কোনও গোলমাল হলেই শুরু হয় সমস্যা। শিশুর ভাবনা চিন্তার উপর তার প্রভাব পড়ে। যদিওকোন ক্ষেত্রে বন্ধু-বান্ধব, পরিবার - পরিজন এর কাছ থেকে ও পরোক্ষভাবে এই শিক্ষালাভ করে।

2020 NEP তে ব্যক্তিত্ব ও জীবনশৈলীর বিকাশের ক্ষেত্র ১৫টি সূচক চিহ্নিত করা হয়েছে ১) শ্রবন দক্ষতা (Listening Skill) ২) সংযোগের দক্ষতা (Communication Skill) ৩) সহানুভূতির দক্ষতা (Empathy Skill) ৪) সহযোগিতার দক্ষতা (Co-operation Skill) ৫) কথোপকথনের দক্ষতা (Conversation Skill) ৬) বন্ধুত্ব স্থাপনের দক্ষতা (Friendship Skill) ৭) দ্বন্ধ নিরসন / সমস্যা সমাধানের দক্ষতা (Conskit resolution / Problem Soking Skill) ৮) মানসিক চাপ মোকাবিলার দক্ষতা (Stress Coping Skill) ৯) সিদ্ধান্ত গ্রহনের দক্ষতা (Decision Making Skill) ১০) পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষার দক্ষতা (Interpersonal Skill) ১১) সাংগঠনিক দক্ষতা (Organisational Skill) ১২) আবেগ নিয়ন্ত্রনের দক্ষতা (Emotion Control Skill) ১৩) শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের দক্ষতা (Respect Skill) ১৪) দৃঢ় মত প্রকাশের দক্ষতা / ইতিবাচক মনোভাব (Assertiveness Skill / Positive Attitude) ১৫) নেতৃত্বদান (Leadership)

এইদক্ষতা গুলি সাধারনত তিনটি বিশেষ শ্রেণি বিভক্ত

১) চিন্তামূলক দক্ষতা (Thinking Skills)

কোন বাস্তবতাকে যথাসম্ভব ব্যাখা ও বিশ্লেষন করার জন্য ইন্দ্রিয়গুলো মধ্যদিয়ে তাকে মানুষের মস্তিষ্কে পাঠানো এবং পূর্ববর্তী অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানের সঙ্গে তুলনা ও সমন্বয় করার যে প্রক্রিয়া মানুষের মধ্যে বিদ্যমান তাকেই বলা হয় চিন্তা। চিন্তা করার জন্য নিম্নলিখিত চারটি বিষয় বিদ্যমান থাকতে হয়। ক) বাস্তব অবস্থা (A Reality) খ) সুস্থ মস্তিষ্ক (A Sanc Distinguishing Mind) গ) ইন্দ্রিয় সমূহ (Senses) ঘ) পূর্ব অভিজ্ঞতা / জ্ঞান (Previous Information)

শিশুরা কোনো প্রশ্নের উত্তর অথবা একটি শাখা বা অভ্যন্তরের মানসিক প্রক্রিয়া যেমন - সমস্যা সমাধান, স্মৃতিশক্তি এবং ভাষা প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত।

শিশুদের জীবনের প্রথম দুই বছর সংবেদন চালকমূল স্তর পর্যায় থেকে শৈশবের অভ্যন্তরিত উপস্থাপনা পর্যন্ত অনুভুতি ও কর্মের উপর ভিত্তি করে চিন্তা বিকাশিত হয়।

২) সামাজিক দক্ষতা (Social Skill)

যে শিক্ষা সমাজ তত্বে শিশুর সামাজিক হয়ে ওঠার বিষয়টি শিক্ষার অন্যতম আলোচ্য বিষয়। সামাজিক প্রক্রিয়া রূপে শিক্ষা নবীন প্রজন্মকে সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলে। ডুর্ক হেইম এর মতে, শিক্ষা প্রক্রিয়াটি বস্তুত সামাজিকীরন প্রক্রিয়া (Brings the child into contact with a definite society not with society in General)।

সামাজিক দক্ষতা বিকাশের মাধ্যমে একজন ব্যক্তি মানবজীবনের কল্যানের জন্য একসঙ্গে কাজ করতে শেখে এবং কাজের মাধ্যমে যে সমস্থ অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা তাকে আত্মসংযমী, সামাজিক ভাবে দায়বদ্ধ এবং আদর্শ ব্যক্তিত্ব গঠনে সাহায্য করে(Balance Presonality)।

NEP 2020 তে Foundational literacy and numeracy কীভাবে উন্নীত করা হবে তার জন্য একাধিক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে যেমন - কাউন্সেলর ও সমাজকর্মীদের শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত করা, সামগ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা করা, School Group তৈরি।

৩) মানসিক দক্ষতা (Emotional Skill)

বয়সের সঙ্গে সঙ্গে শিশুর দৈহিক বৃদ্ধির পাশা পাশি মানসিক বিকাশ ঘটতে থাকে। পিতামাতা, ভাইবোন ও পরিবারের অন্য ব্যক্তিদের সঙ্গে অবিরত মিথস্ক্রিয়ার (Interaction) ফলে তাদের সঙ্গে শিশুর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। এই সম্পর্কের প্রতিফলনঘটে শিশুর ব্যক্তিত্ব বিকাশে স্নেহ, প্রীতি ভালোবাসা যত্ন ও উদ্দীপনা যুক্ত পারিবারিক পরিবেশ শিশুর সুষম ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকুল পরিস্তিতি গড়ে তোলে। এই সুষম ব্যক্তিত্ব বিকাশ তাকে মানসিক ভাবে দক্ষ করে তোলে সে অভিযোজিত হতে সক্ষম হয় যে কোন ধরনের মানসিক দ্বন্ধ, প্রতিকূলতা, প্রক্ষোভ গুলির সাথে হতাশা, ভীতি, দুঃখ, ক্ষোভ, অভিমান কে দূরেসরিয়ে ক্ষমতা অর্জন করতে শেখে। জীবনের আনন্দ, মাধুর্য, রূপ, রস, গন্ধ সে উপভোগ করতে পারে, শুধু তাইনয় বিভিন্ন ধরনের অপসংগতিমূলক আচরণ যেমন - মিথ্যা কথা বলা, চুরিকরা, মারপিঠ করা, আবেগত সমস্যা থেকে নিজেদের মুক্ত করতে পারে। বিদ্যালয় ও শিশুদের মানসিক দক্ষতা বিকাশে সদর্থক ভূমিকা পালন করে। সমস্থ ধরনের লিঙ্গ, জাত পাত, ধর্মীয় ভেদাভেদ ও পক্ষপাত এবং অর্থ সামাজিক অবস্থায় কারনে সৃষ্ট হওয়া বৈষম্যকে প্রথমে সমূল উৎপাটিত করতে হবে। বিদ্যালয়ের পরিবেশকে গনতান্ত্রিক পথে পরিচালিত করে শিক্ষার্থীদের জীবন দর্শন গঠনে উদ্যোগী হতে হবে। বিদ্যালয়ের শিশু ৫-৫.৩০ ও উচ্চপ্রাথমিকে আরো বেশি সময় কাটায়। তাই বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকারা সপ্তাহান্তে একদিন আনন্দ পরিসর এর মধ্যমে শিক্ষার্থীদের মনের খোঁজ নেবেন এক্ষেত্রে একটি পন্থা অবলম্বন করা যেতে পারে বিভিন্ন ধরনের আবেগ গত সমস্যার গল্প, প্রয়োজনে নিজের সঙ্গে ঘটা সমস্যা উপর স্বধীন ভাবে আলোচনা করা, তারা গল্পটই বিশ্লেষণ করে। এর সবচেয়ে গুরুত্ব পূর্ন দিক হলো ছাত্রছাত্রীরাও তাদের জীবনের ঘটনার সাথে সাদৃশ করবে, গুরুত্ব বুঝবে। এর মূল উদ্দেশ্য হলো আবেগগত সমস্যা থেকে ছাত্রছাত্রীকে মুক্ত করে সঠিক মার্গ দর্শন করা। বর্তমানে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা খুলেই ছাত্র-ছাত্রীদের স্কুল পালানো ও আরো সহজ ভাষায় বললে আল্পবয়সে বন্ধু বান্ধবদের পাল্লায় পড়ে বিবাহ করে নেওয়া। বিশেষ ভাবে মেয়েদের ক্ষেত্রে এই সমস্যা দেখা যায়, এটি বয়ঃসন্ধি ক্ষনের একটি গুরতর সমস্যা। এইসব সমস্যা থেকে ছাত্রছাত্রীদের বিভিন্ন বাস্তব উদাহরণ সহ সহযোগ প্রয়োজনে বিভিন্ন ধরনের ভিডিও ক্লিপস ও সিনেমার ক্ষুদ্র অংশ দেখানোর ব্যবস্থা করা শিক্ষানীয় বিষয়কে তাদের সামনে তুলে ধরতে হবে একদম মূর্ত বস্তুরমতো তবেই তাদের মানসিক দক্ষতা বাড়বে, ঠিক ভুল বুঝতে পারবে। তাই এক্ষেত্রে একিবারে শৈশব থেকে যাতে তারা মানসিক দক্ষতা ধীরে ধীরে অর্জন করতে পারে

সে দিকে লক্ষ রেখে NEP 2020 Holistic Education অর্থাৎ সামগ্রিক শিক্ষার ব্যবস্থা করেছে মুখুস্থবিদ্যার পরিবর্তে বিমূর্ত চিন্তনের উপর গুরুত্বদান (Critical Thinking) তাদের মানসিক ভাবে পারদর্শি করে তুলবে।

Holistic Progress Report Card এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের বৈদ্ধিক জ্ঞান এর পাশাপাশি তাদের আচরনের বৌদ্ধিক ক্ষেত্রের প্রকাশ সমূহকে (Behavioral Cognitive Outcomes) ১০টি সূচকের মাধ্যমে চিহ্নিত করে একবারে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেনি শৈশব থেকে বয়ঃসন্ধি পর্যন্ত সূক্ষভাবে পরিমাপ করার পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। যা তাদের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে ও ভবিষ্যতের এক আদর্শ নাগরিক গঠনে সাহায্য করবে। সূচক গুলি হল - ক) আত্মসচেতন (Self Awarness) খ) যোগাযোগের দক্ষতা (Communication Skill) গ) সমবেত চিন্তন / শ্রেণিবদ্ধকরন (Couaborative Thinking / Classification) ঘ) অভিজ্ঞতালব্ধ শিখন দক্ষতা (Experiental Learning) ঙ) গহীনচিন্তা (Critical Thinking) চ) গননা বিশ্লেষন মূলক চিন্তা (Computational / Analytical Thinking) ছ) সমস্যা সমাধানের সমথ্যা সার্থক উপসংহার নির্মান (Problem Solving Ablity / Drawing effect Conclusin) জ) সিদ্ধান্ত গ্রহনের দক্ষতা (Decision Making Skills) ঝ) সৃজনশীল উপস্থাপনের দক্ষতা (Creative Presentation Skill) ঞ) নামান্তিক বোধগম্যতা (Aesthetic Appeciation) এই সমস্থ বিষয়গুলি দেওয়ার উদ্দেশ্য একটাই মানসিক দক্ষতার বিকাশ ঘটানো।

- **প্রথমিক স্তরে এই শিক্ষার গুরুত্ব ঃ**

প্রাথমিক স্তর হলো শিশুর মানসিক, নৈতিক ও সামাজিক বিকাশের সূচনা বিষয়। এই সময়েই শিশু শেখে কোনটাভালো, কোনটামন্দ, কীভাবে অন্যদের সঙ্গে আচরণ করতে হয় এবং নিজের আবেগকে কীভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হয়।

আজকের দ্রুত পরিবর্তনশীল বিশ্বে শুধুমাত্র বইয়ের জ্ঞান যথেষ্ট নয়। শিশু এমন ভাবে শিক্ষিত করা প্রয়োজন যাতে তারা বাস্তবে জীবনের সমস্যার মুখোমুখি হতে সক্ষম হয়।

বিদ্যালয়ে মুল্যভিত্তিক ও জীবন দক্ষতা শিক্ষার সংযুক্তি ব্যাপক আগে প্রয়োগের দিকে বিবেচনা করে ও এর গুরুত্ব উপলব্ধি করে একাডেমিক বিষয়ের সঙ্গে অন্তভুক্ত মূলক ভাবে যুক্ত করা উচিত। উদাহরণ স্বরূপ - ভাষা পাঠে গল্প, কবিতা, নাটকের মাধ্যমে নৈতিক মূল্যবোধ শেখানো যায় জগৎ বাড়ি বইটি এর প্রকৃত নিদর্শন, বইটি প্রথম শ্রেণি থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত রাখা হয়েছে এবং বইটির মাধ্যমে ছোট ছোট গল্প, চিত্রের মাধ্যমে মূল্যবোধের শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। যেখানে শিক্ষার্থীরা জীবনদর্শনের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে উঠবে।

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ শিক্ষকে শুধুমাত্র তথ্যভিত্তিক জ্ঞান নয় বরং ‘‘Holistic, Mutidisci Plinary and Value Based Learning" হিসাবে সংজ্ঞয়িত করেছে। প্রাথমিক শিক্ষাকে বলা হয়েছে "Foundation Stage" যা শিশুর জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়।

নীতিটি স্পট ভাবে উল্লেখ করেছে যে, শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুদের মধ্যে নিম্নলিখিত মূল্যবোধ ও দক্ষতা গড়ে তোলা প্রয়োজন - নৈতিকতা, সততা, সহমর্মিতা, আত্মনির্ভরত ও সামাজিক দায়িত্ববোধ।

- **মূল্যভিত্তিক ও জীবন দক্ষতা শিক্ষা প্রথমিক স্তরে প্রবর্তন করলে নিম্নলিখিত উপকার পাওয়া যায়। (Value-based and Life-skill Education at the Primary Level)**

১) নৈতিক চরিত্র গঠন ঃ - শিশুর মধ্যে সততা, ন্যায়, সহমর্মিতা, সহানুভূতি, সহযোগিতা, সৌ-ভাতৃত্ব, বিশ্বাস, দায়িত্ববোধ ইত্যাদি গুন গড়ে ওঠে

২) সামাজিক সাম্যবোধ তৈরি হয় ঃ শিশুদের মধ্যে অন্যের প্রতি শ্রদ্ধা, ভক্তি, গুরুজনদের সম্মান করা, বয়স্ক ব্যক্তিদের প্রতি নৈতিক দায়িত্ব বোধ তৈরি হয়। এই ধরনের সামাজিকবোধ তাদের ভবিষ্যৎএর সুখ সামাজিক পরিবেশ গঠন করতে সাহায্য করে। সভ্যতা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য প্রতি তাদের গভীর মমত্ববোধ তৈরি হয়।

৩) সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষতমা বৃদ্ধি পায় ঃ ছোট ছোট দৈনান্দিন সমস্যা জীবনচলার পথে নানা ধরনের প্রতিকূলতাকে কাটিয়ে উঠতে শেখে। ঠিক ভুল, ভালোমন্দের মতো বিষয়গুলোকে চিহ্নিত করে সঠিককটা বেছে নিতে পারে।

৪) শিক্ষায় আগ্রহ বৃদ্ধি ঃ শিশুরা শিক্ষার আনন্দ অনুভব করে তাদের আনন্দদআয়ক শিখন সম্পন্ন হয়। স্বতঃফুর্ত ভাবে তাদের শেখার আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। শুধু নম্বর পাওয়ার জন্য নয় তারা শেখে শিক্ষার আলোকে নিজের জ্ঞান ভান্ডার সমৃদ্ধ করার উদ্দেশ্যে।

৫) ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের গুনাবলী তৈরি ঃ তারা সাহসী, নির্ভিক, আত্মবিলাসী ও দায়ত্বশীল নাগরিক হয়ে ওঠে। সমাজ জীবন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

➢ **মূল্যভিত্তিক শিক্ষার প্রয়োগের উপায় ঃ**

মূল্যভিত্তিক শিক্ষা শুধুমাত্র নীতিকথা বলার মাধ্যমে নয়, বরং দৈনান্দিন পাঠক্রমে ও সহপাঠক্রমিক কার্যক্রমের মাধ্যমে শিশুদের মাঝে গড়ে তুলতে হয়।

১) পাঠ্যসূচিতে মূল্যবোধের অন্তভুক্ত ঃ বাংলা পরিবেশ অধ্যায়ন, সমাজ বিজ্ঞান কিংবা শিক্ষা সব বিষয়ের মাধ্যমে গল্প, কবিতা, ছড়া, চিত্র অঙ্কন উদাহরনের মাধ্যমে নৈতিক মূল্যবোধ শেখানো যেতে পারে। যেমন ''সৎ ছেলেটি'' 'একটি তৃষ্ণার্ত কাকের কথা, ঈশপের, ঠাকুমার ঝুলি, পঞ্চতন্ত্র ইত্যাদি গল্পের মাধ্যমে সততা, নির্ভকতা, সমন্ধবোধ ও বিনয় শেখানো যায়।

২) নাটক, গান ও চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে মূল্যবোধের শিক্ষা ঃ শিশুরা অনুকরনপ্রিয় হয়। খুব ছোট বেলা থেকেই তার অপরের করা বিভিন্ন অঙ্গি -ভিঙ্গি অনুকরণ করতে শেখে যেমন - ঠাকুমা কেমন কাশে, দাদু কেমন হাটে, মা কেমন চোখ বার করে ইত্যাদি। অর্থাৎ তাদের এই অনুকরন দক্ষাতা জন্মগত ভাবেই অর্জিত হয়। তাই মূল্য বোধের শিক্ষা ও যদি অভিনয়, গান, ছাড়া ও চিত্রঙ্করের মাধ্যমে দেওয়া যায় তাহলে খুব সহজেই তা তাদের মনোগ্রাহী হয়ে ওঠে শিখন ও সম্পূর্ন হয়। অভিনয় ও শিল্পকর্ণের প্রতি জোড় দেওয়া শুরু হয়েছে NCF 2005(National Curriculam Fdram Work) থেকে, পরবর্তী সময়ে RTE 2009 (Right of Children to free and compulsory education) ও সর্বপরি NEP 2020 তে। বর্তমানে পাঠ্যপুস্তকের শিখন পরামর্শ গুলি লক্ষ করলেই দেখা যাবে সেখানে অভিনয় দক্ষতার মাধ্যমে পাঠ উপস্থাপন কথা বলা হয়েছে। এই সমস্থ ক্ষেত্রে বিশেষ করে ''সততা সর্বোত্তমনীতি'' নিয়ে পথনাটিকা বা মানবিক গুনাবলী নিয়ে চিত্র পদর্শন, কু-প্রথা ও কুসংস্কার বর্জনের প্রচার এর মাধ্যমে তার বিকাশ ঘটে।

৩) শিক্ষক - শিক্ষার্থীর সম্পর্ক ঃ শিক্ষক নিজেই যদি মূল্যবোধের প্রতীক হন তবে শিশুরা সহজেই তা অনুসরন করবে। সঠিক সময়ে বিদ্যালয়ে প্রবেশ, সহশিক্ষক ও প্রধান শিক্ষকদের প্রতি সম্মান ও মর্যাদা, অভিভাবক দের সঙ্গে সু-সম্পর্ক, সামাজিক দায়ত্ববোধ, রুচিশীল মার্জিত পোশাক পরিছন ও শিক্ষাদের শেকানোর প্রয়াস এবং ভালোবাসা।

শিক্ষকের আচরনে সততা, সহানুভূতি, ন্যায়পরনতা প্রদর্শন করলে শিক্ষার্থীরা তা শেখে।

৪) বিদ্যালয়ের পরিবেশ ঃ বিদ্যালয়ের পরিবেশ হয়ে ভয়হীন, আনন্দমুখর, স্বাধীনচিন্তা শক্তি বিকাশের পরিবেশ। শিশুরা এই পরিবেশকে নিজের বাড়ির পরিবেশর সঙ্গে সমতা বিধান করতে পরবে।

বিদ্যালয়ে সহযোগিতামূলক, সহনশীল ও নিরাপদ পরিবেশ তৈরি করা জরুরি, সেখানে শিশু নিজের মত প্রকাশের পূর্ন স্বাধিনতা পায় এবং ভুলকরা শেখার সুযোগ পায়। নিজেকে উন্মুক করতে পারে।

➢ **জীবন দক্ষতা শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ ঃ**

জীবন দক্ষতা শিক্ষা পাঠ্যবইয়ের বাইরে গিয়ে বাস্তব জীবনচর্চা।

১) সমস্যা সমাধানমূলক কর্যক্রম ঃ

শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট দল করে কোন নির্দিষ্ট সমস্যা যেমন 'বিদ্যালয়ে আপর্জনা ফেলা বন্ধ করা' 'সহপাঠদের সাহায্য করা' 'পানীয়জল অপচয় বন্ধ' গাছপালা সংরক্ষন, খেলার মাঠ পরিষ্কার করা, এই পরিবেশ দূষণ কমানো এই ধরনের কার্যক্রমে যুক্ত করলে তারা যৌথ ভাবে কাজ করার দক্ষতা অর্জন করে। বাস্তব জীবনে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা গুলিকে একত্রিত ভাবে সমাধানে যচেষ্ঠ হয়। পারিবারিক ও সমাজ জীবন একমাত্র পথ চলতে শেখে আমিত্ব এর পরিবর্তে বহত্বে চিন্তা শক্তি বিকাশ ঘটে।

২) যোগাযোগ দক্ষতা বৃদ্ধি ঃ বিতর্ক প্রতিযোগিতা, বক্তৃতা বা আলোচনা সভার মাধ্যমে শিশুদের পষ্ট মত প্রকাশের সুযোগ তাদের যোগাযোগ দক্ষতাকে বৃদ্ধি করে। তাদের কোন বিষয়ে সু-পষ্ট মতামত প্রকাশের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

৩) শিক্ষন পদ্ধতি ও কার্যকর বাস্তবায়ন কৌশল ঃ প্রাথমিক স্তরে জীবনদক্ষতা শিক্ষার বাস্তব প্রয়োগ করার জন্য নীচের কার্যকর কৌশল গুলি অবলম্বন করা যেতে পারে -

ক) গল্পভিত্তিক শিক্ষা (Story -Based learning) ঃ শিশুদের গল্পের মাধ্যমে জীবনদক্ষতা শেখানো অত্যন্ত কার্যকর

খ) রোলপ্লে ও নাট্যকলা ঃ বিভিন্ন ধরনের ঘটনা যা প্রতিনিয়ত জীবনেঘটে চলেছে তা অভিনয়ের মাধ্যমে শেখানো যায়।

গ) দলগত প্রকল্প ও সহযোগিতা মূলক শেখা ঃ দলগত কাজের মাধ্যমে নেতৃত্ব, শ্রদ্ধা ও সহযোগিতার গুনাবলি বিকাশিত হয়।

ঘ) কমিউনিট সার্ভিস ও সামাজিক কার্যক্রম ঃ সমাজের প্রতি দায়িত্ব বোধ গড়ে তুলতে বিদ্যালয় পর্যায়ে সমাজ সেবা মূলক কার্যক্রম অন্তভুক্ত করা যেতে পারে।

ঙ)মূল্যায়ন পদ্ধতি ঃ মূল্যবোধ শিক্ষা শুধু পরীক্ষার মাধ্যমে নয়, বরং আচরন, অংশগ্রহন ও দায়িত্বকে মূল্যায়নের মাধ্যমে বিচার করা উচিত।

৪) সহানুভূতি ও পারস্পারিক শ্রদ্ধা ঃ সহানুভূতি ও পারস্পরিক শ্রদ্ধার বিষয় সমবেত প্রচেষ্টার মাধ্যমে উন্নীতে করা যায়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক উভয়কে সমানভাবে একে অপরের বন্ধু হয়ে উঠতে হবে। বিভিন্ন ধরনের অনুষ্ঠান, দিবস উৎযাপন যেমন শিশু দিবস, শিক্ষক দিবস, স্বাধিনতা দিবস, রবীন্দ্রজয়ন্তি, পরিবেশ দিবস এই সমস্থ কার্যসূচি মাধ্যমে পারস্পরিক সম্পর্ক আরও গভীর হয়ে ওঠে যার মাধ্যমে শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি বৃদ্ধি পায়।

৫) ধ্যান (মেডিটেশন), যোগাসন, ব্যায়াম, চিত্রঙ্কন, মডেল তৈরি, গল্প বলা বা ডায়েরি লেখার মতো বিষয়গুলি ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে আত্মজ্ঞান ও আত্মনিকন্ত্রন বৃদ্ধি পায়। এসবের মাধ্যমে শিশুরা নিজেদের আবেগ চিনতে শেখে এবং নিয়ন্ত্রন রাখতে পারে। গউঙ ২০২০ তে প্রতিটি শ্রেণীতে স্বাস্থ ও শারীর শিক্ষা বিষয়কে অত্যন্তগুরত্বের সাথে বাংলা, ইংরাজি, গনিত প্রভৃতির মতোই মূল্য আরোপ করেছে। এর প্রধান উদ্দেশ্য শুধু ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক সক্ষমতা বৃদ্ধিনয় পাশাপাশি আত্মসংজম ও আত্মার পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটানো।

শিক্ষকদের ভূমিকা ঃ

- মূল্যভিত্তক জীবনদক্ষতা শিক্ষায় শিক্ষক সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ন ব্যক্তি। কারণ শিশুরা তাঁর আচরন, কথা ও মনোভাব অনুসরণ করে
- আদর্শ চরিত্রের প্রতিফলন ঘটানো।
- শিক্ষার্থীদেরফ মধ্যে সংলাপ ও পারিপারিক শ্রদ্ধা তৈরি করা।
- সৃজনশীল ও অংশ গ্রহণ মূলক শিক্ষন পদ্ধতি প্রয়োগ করা।
- অভিজ্ঞতা ভিত্তিক শিক্ষার সুযোগ তৈরি করা।
- নিরাপদ ও মূল্যবোধ সমৃদ্ধ পরিবেশ নিশ্চিত করা।
- শিক্ষককে হতে হবে একজন উদাহরণ স্বরূপ মানুষ যিনিমূল্যবোধ নিজের জীবনে পালন করেন। তিনি শ্রবনশীল ও সহানুভূতিশীল হবেন, যেন শিশুরা নির্ভয়ে কথা বলতে পারে। পাঠদানের সময় গল্প, প্রশ্ন, আলোচনার মাধ্যমে শিশুদের চাহিদা ও চিন্তায় প্রভাব ফেলতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের ছোট ছোট কাজে ও সাফল্যে প্রশংসা প্রয়োজনে পুরুস্কার প্রদান করতে হবে যাতে তাদের আত্মবিশ্বাস জন্মায়।

অভিভাবকের ভূমিকা ঃ

বিদ্যালয়ের পাশাপাশি ঘরেও মূল্যভিত্তিক শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। মা-বাবা যদি শিশুর সামনে সততা, ভালোবাসা শ্রদ্ধা ও দায়িত্বের উদাহরণ রাখেন শিশুতা অবচেতন মনে শিখে নেয়। মা-বাবা শিশুর প্রতি কিছু উদ্দেশ্য পরিচালিত হয়।

প্রথমেই গুরুত্ব সহকারে শিশুর মনের কথাশুনুন।

শিশুদের ব্যবহার পাল্টে গেলে তাদের প্রতি সংবেনশীল হন ও ব্যবহার পাল্টানোর কারন অনুসন্ধান করন।

শিশুদের আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য তাদের পাশে দাঁড়ান তাদের অনুভূতি বহিঃপ্রকাশ হতে দিন।

শিশুর চিন্ত, অনুভূতি ও তজ্জনিত আচরণে সমস্যা দেখা দিলে এবং তা নিজেরা সামলাতে না পারলে পেশাদারের সাহায্য নিতে পিছুপা হবেন না।

চেষ্টা করলে তুমিও পারবে এই আত্মবিশ্বাস বাড়ানোর জন্য ভরসা যোগান।

মূল্যভিত্তক ও জীবনদক্ষতার শিক্ষার প্রসারে NEP ২০২০ এর গৃহিত পদক্ষেপ ঃ

NEP ২০২০ মূল লক্ষ কেরানি তৈরি করা নয়, শিক্ষায় গুরুত্ব পাবে ব্যক্তির সার্বিক উন্নতি তথা বিশ্বায়ন। গুরুত্ব পাবে প্রকৃত শিক্ষা, মানবিক গুনাবলী ও মূল্যবোধ। সেই উদ্দেশ্য কে মাথায় রেখে নিম্নলিখিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে।

১) স্কুল শিক্ষকে পুরনো ১০ + ২ এর পরিবর্তে ৫+৩+৩+৪ ফরম্যাটে হয়েছে। অর্থাৎ প্রতিটি স্তরের মধ্যে যে সূক্ষ সূক্ষ বিকাশ পার্থক্য ও বৈশিষ্ঠ রয়েছে তা পরিমাপ করা।

২) ভাষা, সাহিত্য, সংগীত, দর্শন, শিল্প, নৃত্য, থিয়েটার, ক্রীড়া ইত্যাদি বিষয়গুলির উপর উচ্চশিক্ষায় জোর দেওয়া হয়েছে যাতে তার প্রভাব প্রথমিক শিক্ষাতেও পড়ে।

৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গুলি সমাজ সেবা, পরিবেশ বিদ্যা নীতিশিক্ষা, প্রভৃতি ক্ষেত্রে ক্রেডিট বেস স্কোরিং চালু করবে। এর ফলে গুরুত্ব পাবে ভারতীয় কৃষ্টি সংস্কৃতি ও ভাষা।

৪) শুধু তাই নয় সহশিক্ষক ও প্রধানশিক্ষক রাও যাতে সময়ের সাথে সাথে Update থাকে তাই নিজের প্রতিবছর ৫০ ঘন্টার Continuous professional development (CPD) এ অংশগ্রহন করতে বলা হয়েছে।

মূল্যবোধের শিক্ষার চ্যালেঞ্জ ও মোকাবিলার উপায় ঃ

- শিক্ষক প্রশিক্ষন ঃ মূল্যভিত্তিক ও জীবন দক্ষতা শিক্ষা বিষয়ে শিক্ষককে নিয়মিত প্রশিক্ষন দিতে হবে।
- সহশিক্ষামূলক কার্যক্রম ঃ নাটক, ক্রীড়া, সংগীত, বিতর্কের মাধ্যমে শিশুকে উৎসাহিত করতে হবে।
- বিদ্যালয় ও অভিভাবক সহযোগিতা ঃ বিদ্যালয় ও পরিবারের মধ্যে যোগাযোগ বাড়াতে হবে।
- প্রযুক্তির সঠিক ব্যবহার ঃ শিক্ষামূলক ভিডিও, অ্যানিমেশন, ডিজিটাল গল্পের মাধ্যমে মূল্যবোধ শেখানো যেতে পারে।

উদাহরণ মূলক কার্যক্রম ঃ

- ‘‘সততার বাক্স’’ ঃ যেখানে শিক্ষার্থীরা তাদের ভুল স্বীকার করে তা সংশোধনের প্রতিশ্রুতি লিখে রাখবে।
- ‘‘বন্ধুত্বের সপ্তাহ’’ ঃ যেখানে সবাই একে অপরের ভালোগুন লিখে রাখবে।
- ‘‘সম্মান দিবস’’ ঃ শিক্ষক, অভিভাবক ও সহপাঠির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের অনুষ্ঠান।
- ‘‘সবুজ বাঁচাত’’ ঃ গাছলাগানো ও পরিবেশ রক্ষার মাধ্যমে দায়িত্ববোধ তৈরি।

মূল্যভিত্তিক ও জীবনদক্ষতার ফলাফল ঃ

দীর্ঘমেয়াদে এই শিক্ষার প্রভাব সমাজে ব্যাপক।

- সমাজে অপরাধ হিংসা, দুর্নীতি, হ্রাস পায়।
- মানুষ একে অপরের প্রতিশ্রদ্ধাশীল হয়।
- দেশপ্রেম ও নাগরিক দায়ত্ববোধ বাড়ে।
- আত্মবিশ্বাসী ও নৈতিক নাগরিক তৈরি হয়, যারা কেবল নিজের জন্য নয়, সমাজের জন্য ও কাজ করে।
- ‘সকলের ওরে সকলে আমরা’ - এই বোধের জন্মনেয় এক উন্নত সমাজ, তথা দেশ তৈরি হয় যার প্রধান সম্পদ হয় মানব সম্পদ।

উপসংহার ঃ

মূল্যভিত্তিক ও জীবনদক্ষতা শিক্ষা প্রাথমিক স্তরে প্রবর্তন মানে শুধু একটা বিষয় শেখানো নয় বরং একটা 'মানবিক সমাজ গঠনের স্বপ্ন' বাস্তবায়ন শিশুরা ভবিষ্যতের নাগরিক তাদের মননে যদি শৈশবেই সততা, সহমর্মিত ও দায়িত্ব বোধের বীজ বোনা যায়, তবে ভবিষ্যৎ হবে উজ্জ্বল ও শান্ত পূর্ন তাই প্রাথমিক স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থায় বইয়ের পাঠের সঙ্গে সঙ্গে জীবন দক্ষতা ও মূল্য বোধের পাঠকে সমান গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

একজন শিক্ষকের হাসি, অভিভাবকের ভালোবাসা ও সমাজের সহমর্মিত এই তিন মিলেই তৈরি হয় প্রকৃত শিক্ষা। এই শিক্ষা শুধু পরীক্ষারফল নয় 'মানবিকতার বিজয়'।

রেফারেন্স তালিকা ঃ

প্রাক প্রাথমিক ও প্রাথমিক পাঠ পুস্তক, শিশুমনস্তত্ব (দেবাশিস পাল), উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষাবিজ্ঞান (রায় ও মার্টিন), NCF 2005, RTE 2009 ও NEP 2020

1. "National Education Policy 2020: A Critical Analysis". Authors: Various Educationists
2. "National Education Policy 2020: An Overview" -Published in: Journal of Educational Research
3. "Impact of NEP 2020 on Higher Education" Published: International Journal of Educational Development
4. National Education Policy 2020 - Ministry of Education, Government of India
5. Education.gov.in - Official website of the Ministry of Education, Government of India
6. Government of India, National Education Policy 2020, Ministry of Education.
7. Press Information Bureau (PIB), Government of India, 2020.
8. Yadav, R. (2021). NEP 2020 and Its Impact on Indian Education System. Educational Review Journal.
9. Kumar, S. (2022). Implementation Challenges of NEP 2020. Indian Journal of Educational Studies.

Citation: Sain. S. K., (2025) "জাতীয় শিক্ষানীতি - ২০২০ এর আলোকে প্রাথমিক শিক্ষা", *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-3, Issue-04, April-2025.